ভাগবতের অনুবাদ জনপ্রিয় না হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা যায় —ভাগবত মূলতঃ কৃষ্ণাশ্রয়ী কাব্য। কৃষ্ণের মাহাত্ম প্রচার করাই এ কাব্যের উদ্দেশ্য। অনুবাদকেরা কৃষ্ণের মহিমান্বিত অবতার মূর্তিকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেই সঙ্গে গোপলীলাকেও প্রাধান্য দিয়েছেন। ভাগবত বারোটি অধ্যায় বিশিষ্ট এক বিশাল কাব্য হলেও এতে বৈচিত্র্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ বাঙলা দেশে কৃষ্ণভক্তির দুটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ধারায় কৃষ্ণের ঐশ্বর্য বিদ্যমান – কৃষ্ণ যেখানে ভক্তের প্রভু। দ্বিতীয় ধারায় কৃষ্ণ ভক্তের প্রেমিক বা সখা। এই দ্বিতীয় ধারার বিকাশ ঘটে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর। চৈতন্যযুগেই কৃষ্ণলীলার মাধুর্য্যের দিকটি বৈষ্ণবদের আকৃষ্ট করেছিল। এই মধুর লীলার নায়ক কৃষ্ণকে ভালোবেসেছে যে বাঙালি, ভাগবতের ঐশ্বর্যলীলার নায়ক কৃষ্ণকে সেই বাঙালি অতটা ভালোবাসতে পারে নি। বৈষ্ণব সমাজ ভাগবতকে উপনিষদের মর্যাদা দিয়েছে ঠিকই কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর রসতৃপ্ত, সাধারণ বাঙালি ভাগবতের প্রতি আগ্রহ দেখায় নি।

তৃতীয়তঃ বৈষ্ণব ভক্তিবাদের উৎস ও ভাবাদর্শের দার্শনিক আশ্রয়রূপে ভাগবতের প্রভাব বাঙালি সমাজে বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের মত ভাগবত কথা বাঙালির জীবন সংস্কারে পরিণত হয়নি। প্রাত্যহিক জীবনে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী বাঙালির অস্থি-মজ্জায় যতখানি মিশেছিল ভাগবত অতখানি নয়।

চতুর্থতঃ মূল ভাগবতে রাধাপ্রসঙ্গ নেই বলে ভাগবতের প্রতি বাঙালির এত অনাগ্রহ।

পঞ্চমতঃ, রামায়ণ-মহাভারতের সরল আখ্যান সমূহ জনসাধারণের মনোরঞ্জনে সক্ষম হয়েছে। তেমনি এদের মাধ্যমে প্রচারিত ভক্তিবাদ সকল তত্ত্বসীমা উত্তীর্ণ হয়ে তাঁদের চিত্তকে করেছে সরস। ভাগবতে কাহিনীর আবেদন গৌণ, তত্ত্বের আবেদন মুখ্য বলে ভাগবত প্রধানতঃ পণ্ডিত সমাজের অনুশীলনের বিষয় হয়েছে। অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ জনসাধারণ ভাগবতে রস আস্বাদন করতে না পেরে পণ্ডিতের মৌখিক ভাষণ ও ব্যাখ্যার উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করেছে। ফলে ভাগবতের কোন অনুবাদ কৃত্তিবাস, কাশীরামের অনুবাদ গ্রন্থের মত ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও জাতীয় মর্যাদা লাভ করেনি।

ষষ্ঠতঃ ভাগবতের অনুবাদ শাখার প্রতিভাশালী কবির আবির্ভাব ঘটেনি। রামায়ণ-মহাভারত শাখার অনুবাদ কবির সংখ্যার তুলনায় ভাগবত অনুবাদক কবির সংখ্যা কম। রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদে বেশি সংখ্যক কবি আগ্রহ দেখিয়েছেন। উচ্চ শ্রেণির কবি মনীষীর অভাবে অনুবাদ সাহিত্যে এই শাখাটি তেমন পুষ্টিলাভ করেনি।

সর্বোপরি রামায়ণ-মহাভারতের তুলনায় ভাগবতের পুঁথি সংখ্যাই প্রমাণ করে ভাগবত অনুবাদ রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদের তুলনায় কম জনপ্রিয় ছিল।

Scanned with CamScanner